দর্শনায় ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালিত

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ও ঐতিহাসিক ৭-ই মার্চ উপলক্ষে দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন শেষে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিক তুলে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমাবার সকাল ৮টায় দর্শনা রেলবাজারে অবস্থিত পৌর আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন শেষে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিক তুলে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন,

দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক ও দামুড়হুদা উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মনজু, বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, প্রমুখ।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর ২নং ওয়ার্ড আ.লীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক আব্দুল হান্নান, আ.লীগ নেতা শফিকুল ইসলাম, মুকুল মিয়ার্জি, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান খাঁন, সহ-সভাপতি সোলায়মান হক, সহ-সম্পাদক মামুন শাহ, যুবলীগ নেতা হীরণ, সোহেল সরদার, দর্শনা পৌর আ.লীগের সভাপতি শেখ আসলাম আলী তোতা, দর্শনা পৌর ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আশরাফুল আলম, সহ আ.লীগ, যুবলীগ, পৌর ও কলেজ ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় গৃহবধূ আত্নহত্যা প্ররোচনা মামলার প্রধান আসামি শিক্ষক সাকিল গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় আলোচিত প্রবাসীর স্ত্রী সোনিয়া খাতুনের আত্নহত্যার ঘটনায় প্ররোচনা মামলার প্রধান আসামি শিক্ষক সাকিলকে আটক করেছে পুলিশ।

সোমবার বিকেলে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ পলাতক শিক্ষক সাকিলকে আটক করে। আজ মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট মামলায় জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানাযায়।

জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারি ইউনিয়নের কামালপুর গ্রামের প্রবাসী নাজমুল হকের স্ত্রী সোনিয়া খাতুন গত ২৫ শে ফেব্রুয়ারি সকালে শশুর বাড়িতে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্নহত্যা করে।

প্রবাসীর স্ত্রী গৃহবধূ সোনিয়া খাতুনের আত্নহত্যার ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি সৃস্টি হয়। সোনিয়া খাতুন কামালপুর গ্রামের প্রবাসী নাজমুল হকের স্ত্রী।

সোনিয়া খাতুনের স্বামী প্রবাসী হওয়ায় সে কামালপুর গ্রামের মঙ্গলের ছেলে শিক্ষক সাকিলের সাথে প্রেম সম্পর্ক গড়ে তোলে। ঘটনাটি জানাজানি হলে প্রেমের সম্পর্কের ইতি টানে গৃহবধূ সোনিয়া।

তবুও থেমে থাকেনি লম্পট সাকিল। গ্রামে বিভিন্ন জায়গায় গৃহবধুকে নিয়ে কুমন্ত্রণা করে বেরাতো। এ সুযোগে কামালপুর গ্রামের মোহাম্মদ ফাণির ছেলে রণি, খবির উদ্দিনের ছেলে কলিমউদ্দিন, কাশেম আলির ছেলে উজ্জ্বল বিভিন্ন সময় ওই গৃহবধুকে উত্ত্যক্ত করে আসছিল। সোনিয়া তার শশুর শাশুড়ীকে বিষয়টি জানান।

উত্ত্যক্ত কারীদের কাছে প্রতিবাদ না করে গৃহবধু সোনিয়াকে দোষারোপ করে শশুর সিরাজুল ইসলাম ও শাশুড়ী সায়েরা খাতুন এবং নাজমুলের ভাই বাবুলের বউ মুক্তা খাতুন শারিরীক ও মানষিক নির্যাতন করতে থাকে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৫ শে ফেব্রুয়ারি সকালে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা করে গৃহবধূ সোনিয়া। শশুর বাড়ির লোকজন উদ্ধার করে

হারদি স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে ভর্তি করলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

পরে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহ করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে।

এঘটনায় মৃত গৃহবধুর পিতা বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় ১১ জনের নাম উল্লেখ করে আত্নহত্যা প্ররোচনা মামলা দায়ের করে। গৃহবধূ আত্নহত্যার পরপর তারা সকলে পলাতক রয়েছে।

দর্শনায় ৬০ লিটার বাংলামদসহ গ্রেফতার-১

দর্শনা কেরুজ ব্যাচেলার বেরাকের সামনে মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছেন দর্শনা থানা পুলিশ।

সোমবার দুপুর সোয়া ১টার দিকে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের অভ্যান্তরে মিলপাড়া ব্যাচেলর মেস এর পূর্ব পাশে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ অভিযানে ৬০ লিটার চোলায় বাংলা মদ উদ্ধার করা সহ মিন্টু মন্ডল নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, সোমবার দুপুর সোয়া ১টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে থানার এসআই হারুন উর রশীদ, এএসআই মারুফুল ইসলাম, এএসআই শাহিন আলম, এএসআই ইদ্রিস আলী সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা কেরুজ চিনিকলের অভ্যান্তরে মিলপাড়া ব্যাচেলর মেস এর পূর্ব পাশে ইটের সলিং রাস্তার উপর।

এ অভিযানে ৬০ লিটার চোলায় মদ উদ্ধার করা সহ মিন্টু মন্ডল (৫০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়। সে দর্শনা পৌর এলাকার আজিমপুর গ্রামের বাসিন্দা ও মৃত ওহাব মন্ডলে ছেলে।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা

রুজু করা হয়েছে।গতকালই তাকে মাদক আইনে মামলাসহ আদালতে সোপর্দ করেছে।

ঝিনাইদহে অপহৃত কলেজছাত্রী উদ্ধার: আটক ৩

ঝিনাইদহে সরকারি কেসি কলেজের একাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী আনিকা আশরাফ প্রমি অপহরণ মামলার প্রধান আসামী ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সাবেক নেতা আবুজার গিফারী গাফফারকে গ্রেফতার করেছে র্যাব।

সেই সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে ভিকটিম। সোমবার ভোরে র্যাব সদর দপ্তরের গোয়েন্দা শাখার তথ্যের ভিত্তিত্বে র্যাব-৪ ও র্যাব-৬ যৌথভাবে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা থেকে তাদের গ্রেফতার করে। এ সময় তাদের কাছ থেকে এসিড সাদৃশ্য বস্তু ও তিনটি ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন-ঝিনাইদহের শৈলকূপা উপজেলার বড়দাহ গ্রামের দিয়ানত আলী বিশ্বাসের ছেলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আবুজার গিফারী গাফফার (৩৫), রাজবাড়ি সদর উপজেলার সাজ্জাদ হোসেনের ছেলে সাব্বির হোসেন (২২) ও একই এলাকার আবুল হোসেন প্রমানিকের ছেলে হাফিজুর রহমান (৪৬)। গ্রেফতারের পর তারা এই অপহরণের সঙ্গে জড়িত মর্মে স্বীকার করেছে।

র্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের সিনিয়র সহকারী পরিচালক এএসপি আ ন ম ইমরান খান গনমাধ্যমকর্মীদের জানান, র্যাবের জিজ্ঞাসাবাদে আব্দুল গাফফার তাদের জানিয়েছেন, প্রমি এসএসসিতে ভাল রেজাল্ট করে কলেজে গেলে তার হাতছাড়া হয়েছে যাবে এমন ধারণা থেকে তাকে অপহরণ করার ছক আঁটে।

ঘটনার দুই দিন আগে ঝিনাইদহ কোর্ট এলাকায় এ নিয়ে তার সহযোগীদের সঙ্গে পরিকল্পনা বৈঠক করে গাফফার। কিভাবে প্রমিকে অপহরণ করা হবে তাও ঠিক করা হয়। গত ৫ মার্চ প্রমি কোচিং সেন্টার থেকে প্রাইভেট পড়ে বাড়ি ফিরছিল।

ঝিনাইদহ শহরের নিউ একাডেমি স্কুলের সামনে পৌঁছালে আগে থেকে সেখানে ওৎ পেতে থাকা আবুজার গিফারী গাফফারসহ তার সহযোগীরা প্রমিকে জোরর্পূবক একটি মাইক্রোবাসে তুলে প্রথমে রাজবাড়ি নিয়ে যায়।

র্যাব জানায় রাজবাড়িতে গাফফার তার আগের দুই সহযোগী পরিবর্তন করে নতুন দুই সহযোগী সঙ্গে নিয়ে প্রমিকে ঢাকায় নিয়ে আসে। ঢাকায় সুবিধামতো আশ্রয় না পেয়ে দ্রুত সিলেটের দিকে রওনা হয় গাফফার।

সিলেট থেকে প্রমিকে নিয়ে আবারো ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয় অপহারণকারী চক্র। পথের মধ্যে ভিকটিম প্রমিকে এসিড ও ছুরি দেখিয়ে চিৎকার চেচামেচি না করতে বলেন আবুজার গিফারী গাফফার।

তাদের বহনকৃত মাইক্রোবাসটি মানিকগঞ্জে পৌছালে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিত্বে র্যাব-৪ ও র্যাব-৬ যৌথ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।

শৈলকূপা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি শামিম মোল্লা জানান, আবুজার গিফারী গাফফারকে নারী কেলেংকারী ও দলীয় নেতাকর্মীদের কাছ থেকে চাকরী দেওয়ার নাম করে প্রতারণার মাধ্যমে টাকা নেওয়ার দায়ে বহু আগেই তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সে আর যুবলীগের কোন কর্মী নয়।

তিনি বলেন, গাফফার ইসলামী ভার্সিটিতে পড়ার সময় হত্যা মামলার আসামী হলে ছাত্রলীগ থেকে ৫ বছর সাসপেন্ড ছিল।

আলমডাঙ্গায় যথাযথ মর্যাদায় ৭ মার্চ পালিত

আলমডাঙ্গায় উপজেলা প্রশাসন ও রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে যথাযথ মার্যাদায় ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপিত।

সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে উপজেলা ও পৌর আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে জাতীয় ও দলীয় পতাকা

উত্তোলন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা, প্রশান্ত অধিকারি, জেলা বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক সহিদুল ইসলাম, জেলা সদস্য সিরাজুল ইসলাম, আবু মুছা, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, হামিদুল ইসলাম, আনিসুর রহমান মল্লিক, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক কাজী রবিউল হক, সাংগাঠনিক সম্পাদক আতিয়ার রহমান, কাজী খালেদুর রহমান অরুনি, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন,সাধারন সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক,যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, কৃষি বিষয় সম্পাদক আব্দুল মালেক, ক্রীড়া সম্পাদক মহিদুল ইসলাম, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ সালমুন আহম্মেদ ডন, খন্দকার মজিবুল হক, কামাল হোসেন, সাজ্জাদ হোসেন স্বপন,সাহিন,আলম হোসেন,পরিমল কুমার কালু ঘোষ,মহিলা লীগের নেত্রী কাউন্সিলর রাবেয়া খাতুন,শাহনাজ পারভীন,মনিরা খাতুন,নাজমুন নাহার,শ্রমিক লীগের সভাপতি আব্দুল কুদ্দস,আমিরুল ইসলাম,সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল হক,পৌর সভাপতি নয়ন সরকার,সৈকত,প্রমুখ।এর পর বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন।অন্যদিকে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর মুরালে মাল্যদান করেন,আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের পক্ষে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন,ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ সালমুন আহম্মেদ ডন,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু,উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর,ওসি সাইফুল ইসলাম,উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে মাল্যদান করেন,উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর,ওসি সাইফুল ইসলাম,কৃষি অফিসার হোসেন শহীদ সোহরোয়ার্দি,প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফি,শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারি,প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হক,উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা,মৎস কর্মকর্তা কামরুন্নাহার আখি,মহিলা বিষযক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত,বিআরডিবি কর্মকর্তা শায়লা সারমিন,কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা সোহেল রানা,পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হাসানুজ্জমান খান,উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার,সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম,বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জমান,মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর,বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডঃ

মুজিবনগরে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা করেছে বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ।

সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি কমপ্লেক্সে পর্যটন মোটেলের হলরুমে বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আয়োজনে, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মধু এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলামের সঞ্চালনায়, আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য রফিকুল ইসলাম তোতা।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম গাইন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, সাধারণ সম্পাদক মঈনুল ইসলাম।

আলোচনা সভায়,মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ঐতিহাসিক ৭ ই মার্চের ভাষণের তাৎপর্য গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন বাবলু, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চ্ন্দু, যুবলীগ নেতা হাসানুজ্জামান লালটু, উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের সহ-সভাপতি মতিউর রহমান মতিন, জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শাহওয়ালীউল্লাহ সোহাগ,বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক আরিফ হোসেন, নবনির্বাচিত বাগোয়ান ইউনিয়নের ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ৭ নং ওয়ার্ডের সভাপতি ফৈরদোস আলি মেন্তা, ৪ নং ওয়ার্ড সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ।

এ সময় বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ও বাগোয়ান ইউনিয়ন এর নবনির্বাচিত ৯টি ওয়ার্ডের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

শুক্রবার সাড়ে ১২ টার দিকে পরিকল্পিতভাবে স্বামী খোকন, দ্বিতীয় স্ত্রী রিনা বেগম, বাবু মিয়া, প্রথম স্ত্রী নার্গিস খাতুনকে বিদ্যুুৎস্পৃষ্ট করে হত্যার চেষ্টা করেন।

নার্গিস খাতুন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাঠিতে পড়ে গেলে খোকন ও দ্বিতীয় স্ত্রী রিনা মিলে গেছে পানি ঢেলতে থাকে এমন সময় আশে পাশে থাকা প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন।

মুমূর্ষু অবস্থায় প্রতিবেশীরা নার্গিস খাতুনকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। সোয়া ৩টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি ছিলো নার্গিস খাতুন।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার পুলিশ অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এ এইচ এম লুৎফর কবিরের সাথে কথা বললে তিনি বলেন অভিযোগ পেয়েছি।

নির্যাতনের বিষয়ে লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীর ভাই হাসানুজ্জামান। বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যাবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিদফতরের অভিযান, ২১ হাজার টাকা জরিমান

আলমডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের অভিযানে ৩ হোটেল ও দোকান মালিককে জরিমানা করেছে।

সোমবার দুপুর ১ টায় আলমডাঙ্গার পৌর শহরে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এসময় ৩ হোটেল ও দোকান মালিককে ২১ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গার পৌর হাউসপুর ও লালব্রিজ এলাকায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন। এসময় লালব্রিজের নিকট মেসার্স ফাইভ স্টার বাবু হোটেলে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্নার অভিযোগে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

এদিকে, মেসার্স সুরেশ স্টোরকে ১০ হাজার টাকা ও মেসার্স রেজা স্টোরকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের ভোক্তা অধিকার অধিদফতরের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ।

আদালত পরিচালনার সময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক এসআই জামাল হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স।

মেহেরপুরে প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২২ এর উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান

“পুষ্টি, মেধা, দারিদ্র্য বিমোচন প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর আয়োজন” এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে মেহেরপুরে প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২২ এর উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরে লাইভস্টক এন্ড ডেইরী ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এলডিডিপি) এর সহযোগিতায় ও মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের বাস্তবায়নে এ উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুরে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপনের সভাপতিত্বে, অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার কৃষিবিদ মোঃ সাইদুর রহমান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ তৌহিদুল ইসলাম।

এসময় প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা: শারমিন রত্নার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা ট্রেইনিং অফিসার ডাঃ শেখ মোঃ মশিউর রহমান, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডাঃ বশির আহমেদ, উপ সহকারি প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোঃ শফি উদ্দিন, মোঃ রহমত উল্লাহ প্রমুখ।

প্রদর্শনীতে গরু, ভেড়া, ছাগল, মুরগি, কবুতর, সৌখিন পাখি এবং অন্যান্য প্রাণীর মোট ৪০টি স্টল স্থান পেয়েছে। আলোচনার পরবর্তীতে অংশগ্রহণকারী খামারিদের মাঝে প্রত্যেক ক্যাটাগরি থেকে ১,২,৩ স্থান অধিকারীদের মাঝে সনদ ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বিরল প্রজাতির কালো মুখো হনুমান এখন খাচ্ছে সরকারী খাবার

মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে দাঁপিয়ে বেড়ানো বিরল প্রজাতির কালো মুখো হনুমান এখন খাচ্ছে সরকারী খাবার।
খাবার পেয়ে কলোমুখো হনুমানগুলোও খুশির জোয়ারে লাফিয়ে লাফিয়ে জানাচ্ছে অভিনন্দন।

মেহেরপুর বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাফর উল্ল্যাহ বলেছেন, মেহেরপুর জেলায় তালিকাভুক্ত ২৭০ টি কালো মুখো হনুমান রয়েছে। বন অধিদপ্তরের তত্বাবধানে এসব হনুমানকে প্রতিদিনি ১০০ গ্রাম কলা, ১০০ গ্রাম পাউরুটি, ১০০ গ্রাম বিস্কিট, ২৫/৩০ গ্রাম চিনা বাদাম খাওয়ানো হচ্ছে।

তিনি জানান, বন অধিদপ্তরের আওতায় চলতি ২০২১-২২ অর্থবছর মেহেরপুর জেলায় ৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ১৩০ দিনের জন্য এ বাজেট দিয়েছে বন অধিদপ্তর। এর আগে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৪৫ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বন অধিদপ্তরের কাছে ডিও লেটার পাঠানোর কারণে এ বরাদ্দ পাওয়া গেছে বলে জানান বন কর্মকর্তা জাফর উল্ল্যাহ।

বন বিভাগের কর্মচারী নজরুল ইসলাম ও আনসার আলী মুজিবনগরের বিভিন্ন স্থানে এবং জিল্লুর রহমান সদর উপজেলার নির্দিষ্ট স্থানে এসব হনুমানের জন্য খাদ্য প্রদান করে থাকেন।ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কুষ্টিয়ার মেসার্স আব্দুল মান্নান।